Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 09-04-2026 15:32 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৪ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বুধবার ৯ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 09-04-2026 15:32 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৪ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বুধবার ৯ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

আগামী ১২ ঘণ্টা, ভয়ঙ্কর দুর্যোগ বাংলায়, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করল হাওয়া অফিস

বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গেল দুই রাজ্য অসম ও কেরলে। একইসঙ্গে ভোটগ্রহণ চলছে পুদুচেরিতে।

ব্যারেল পিছু ১ ডলার, হরমুজে জ্বালানিবাহী জাহাজে 'টোল ট্যাক্স' ইরানের!

ভবানীপুরেও নন্দীগ্রামের পুনরাবৃত্তি, হলদিয়ায় 'ছয় গ্যারান্টি' দিলেন মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'পাঁচ বছর আগে নন্দীগ্রামে যা হয়েছিল, এ বার ভবানীপুরে তা হবে, বাংলায় পরিবর্তন হবে'। বৃহস্পতিবার হলদিয়ার জনসভা থেকে এ ভাবেই তৃণমূলের খাসতালুকে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর চপার পৌঁছোতে বিলম্ব হলেও, হলদিয়ার মঞ্চে মোদী ছিলেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। এদিন হলদিয়া ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল এবং বীরভূমের সিউড়িতে ম্যারাথন সভা করার কথা তাঁর। হলদিয়ার সভা থেকে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু নির্মম সরকার বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছে। হলদিয়ার কারখানায় তালা ঝুলছে'। তাঁর দাবি, বাংলায় পরিবর্তনের ঝড় বইছে এবং তৃণমূলের বিদায় এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। যুবকদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে মোদী প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর মতো পশ্চিমবঙ্গেও ক্ষমতায় আসার পর 'রোজগার মেলা'

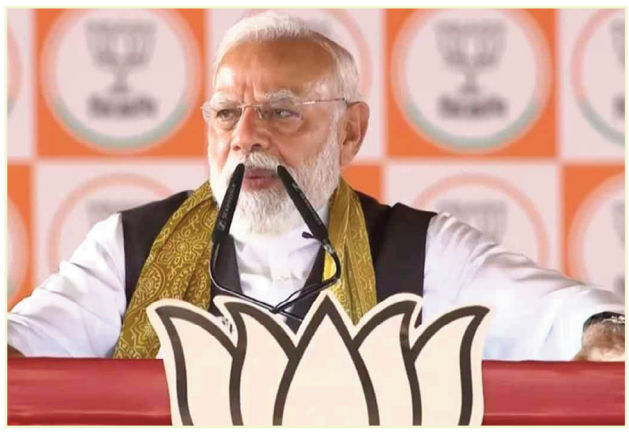

শুরু হবে। তৃণমূল যুব সমাজকে ধোঁকা দিয়েছে বলে তোপ দাগেন তিনি। মোদীর গলায় এদিন বারবার শোনা গিয়েছে গ্যারান্টির কথা। তিনি বলেন, 'যার যা অধিকার, সেটাই দেবে বিজেপি। এটাই মোদীর গ্যারান্টি'। নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি জানান, বিজেপি সরকারই মা-বোনেদের মানসম্মানের গ্যারান্টি দেয়। বাংলার মৎস্যচাষ নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আক্ষেপ, বিপুল চাহিদা থাকলেও গত ১৫ বছরে তৃণমূলের সদিচ্ছার অভাবে মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারেনি বাংলা। ভিন রাজ্য থেকে মাছ আমদানি করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম নিয়ে তৃণমূলের আপত্তির বিষয়টিও এদিন বড় হাতিয়ার করেন মোদী। তাঁর অভিযোগ, 'পিএম' শব্দটিতেই রাজ্যের শাসকদলের ঘোর আপত্তি। সেই কারণেই আয়ুষ্মান ভারত বা পিএম জনআরোগ্য যোজনার মতো প্রকল্পগুলো বাংলায় চালু করতে দিচ্ছে না সরকার। মোদীর বক্তব্য, 'পিএম শব্দকে পছন্দ করে না তৃণমূল। তাই পিএম নাম বাদ দিয়েছে'। জনসভা থেকে ছয় দফা 'মোদীর গ্যারান্টি' ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, রাজ্যে ভয়ের জায়গায় ভরসা ফেরানো হবে এবং সরকার মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। দুর্নীতি এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের সব ফাইল খোলা হবে। মোদী হুঁশিয়ারি দেন, 'রাজ্যের যে-ই দুর্নীতি করুন, তাঁর জায়গা হবে জেলে। মন্ত্রীসান্ত্রী হলেও আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ হবে'। তৃণমূলের কোনও 'গুণ্ডাকে' ছাড়া হবে না বলেও জানান তিনি। শরণার্থীদের সব অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বার করার ডাক দেন মোদী। সবশেষে সরকারি কর্মচারীদের মন জয়ে তিনি ঘোষণা করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন চালু হবে। সব মিলিয়ে হলদিয়ার মাটি থেকে এদিন তৃণমূল হঠানোর চূড়ান্ত ব্লু-প্রিন্ট সাজিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি সংগৃহিত ।

অধীরের কনভয়ে ট্রাকের ধাক্কা, অভিযোগ কমিশনে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মুর্শিদাবাদের কান্দিতে প্রচার সেরে ফেরার পথে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা পেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের প্রার্থী অধীর চৌধুরী। বুধবার রাতে তাঁর কনভয়ে একটি দ্রুতগতির ট্রাক সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় অধীরবাবু অক্ষত থাকলেও তাঁর এসকর্ট গাড়িটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন এবং সিআরপিএফের শীর্ষ মহলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। কান্দি থেকে ফেরার সময় হঠাৎই একটি বেপরোয়া ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অধীরের গাড়ির দিকে ধেয়ে আসে। চালকের তৎপরতায় তাঁর গাড়িটি রক্ষা পেলেও ট্রাকটি সরাসরি এসকর্ট গাড়ির পিছনে আছড়ে পড়ে। রাতেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজ অগ্রবাল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা সিআরপিএফ কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। পাঁচবারের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। এআইসিসি সদস্য নিলয় প্রামানিক বলেন, 'অধীরবাবু দেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এই দুর্ঘটনার আগে জাতীয় সড়কে তাঁর কনভয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই সময় আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পাশাপাশি জাতীয় সড়ক মন্ত্রক কর্তৃপক্ষকেও অভিযোগ জানিয়েছিলাম। এ বারও তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমরা নির্বাচন কমিশন ও সিআরপিএফকে চিঠি পাঠিয়েছি।' কংগ্রেসের অভিযোগ, ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ কান্দি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। নির্বাচন চলাকালীন রাজ্য প্রশাসনের রাশ কমিশনের হাতে থাকায় সরাসরি তাদের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করার তদারকি সেরে ফের কর্মসূচিতে যোগ দেন অধীর। তবে বারবার কেন তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে এই ধরনের বিপত্তি ঘটছে, তা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন ক্ষুব্ধ দলীয় সমর্থকরাও।

৯০ লক্ষ নাম বাদ গেলেও জিতবো আমরা ঃ মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটযুদ্ধের ময়দানে বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁয় নির্বাচনী প্রচারসভা থেকে চড়া সুরে আক্রমণ শানালেন তিনি। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সরব হয়ে নেত্রীর হুঁশিয়ারি, '৯০ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছ, মনে রেখো তাতেও আমরা জিতব।' বিধানসভা নির্বাচনের আবহে মিনাখাঁর এই সভা থেকে কার্যত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের ডাক দিলেন মমতা। হাড়োয়া সার্কাস ময়দানের সভা থেকে কেন্দ্রের শাসকদলকে বিঁধে তিনি বলেন, 'পুরো গণতন্ত্রকে চৈত্রমাসের সেলের মতো বিক্রি করে দিয়েছ। এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস রিঅ্যাকশন।' এদিন তৃণমূলপ্রার্থী উষারানি মণ্ডলের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা দাবি করেন, বাংলায় এমন ১০৫টি প্রকল্প রয়েছে যা বিশ্বের কোথাও নেই। বিজেপিকে 'মহিলা, শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী' তকমা দিয়ে তিনি বলেন, ওরা গায়ের জোরে বাংলা দখল করতে চায়। এমনকি খ

াদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপির রাজ্যে মাছ, মাংস, ডিম খাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি এবং ইভিএম নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর সাফ কথা, 'কোটি কোটি টাকা দিয়ে প্রচার চলছে। একটা ভোট যদি বিজেপিকে ভুল করেও দিয়েছেন, তা হলে আপনার অস্তিত্ব, ঠিকানা, সম্মান, জাতি, বর্ণ, বাংলা চলে যাবে।' যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে ইভিএমে ভোট না দেওয়ার আর্জি জানান তিনি। উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে নেত্রী জানান, সুন্দরবন নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হচ্ছে এবং একে আলাদা জেলা করা হবে। ডায়মন্ড হারবারে গবেষণাকেন্দ্রের সাফল্যের ফলে এখন বাংলায় প্রচুর ইলিশ জন্মাচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। স্বর্ণধান চাষে চাষিদের লাভের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি, সব কাঁচা বাড়ি পাকা করে দেওয়া হবে। মিনাখাঁর পর এদিন পলতা, পানিহাটি, বাগুইআটি এবং ডানলপ থেকে সিঁথি পর্যন্ত পদযাত্রার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সব মিলিয়ে প্রচারের মেজাজে এদিন আক্রমণাত্মক মেজাজেই ধরা দিলেন মমতা। ছবি সংগৃহিত।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 09-04-2026 15:32 Page 3

হরমুজ বন্ধ করে দিল ইরান

যুদ্ধবিরতির কয়েক ঘণ্টা পরেই লেবাননে ভয়ঙ্কর হামলা ইজরায়েলের। এর জেরেই আবারও হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিল ইরান। গতকাল রাতে লেবাননে হিজবোল্লার ঘাঁটিতে ইজরায়েলের এই হামলা, যুদ্ধবিরতির শর্ত ভেঙেছে। এর জেরেই কড়া পদক্ষেপ ইরানের। লেবাননে এই হামলার পরেই ইরান সাফ জানিয়ে দেয়, হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী ট্যাঙ্কার চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ইরানের পার্লামেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড ফরেন পলিসি কমিটির মুখপাত্র এব্রাহিম রেজাইয়ের বক্তব্য, ক্ষুল্লেবাননের বিরুদ্ধে এই ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের জেরে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল এখনই বন্ধ করা উচিত। লেবাননের মানুষ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে, আমরা তাদের এক মুহূর্তের জন্যও একা ছেড়ে যেতে পারি না। যুদ্ধবিরতি হবে সব ফ্রন্টে, না হলে কোথাও নয়।' এই হামলার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, হিজবোল্লার কারণে লেবানন এই যুদ্ধবিরতির অংশ নয়। এই হামলাকে 'আলাদা সংঘর্ষ' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। যদিও খানিকক্ষণ পরেই বলেন বিষয়টি 'মিটিয়ে নেওয়া হবে'। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ১০ মিনিটে লেবাননে ১০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইজরায়েল। গতকালের হামলায় দুই শতাধিক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, এই হামলায় সব মিলিয়ে ২৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৮০০-রও বেশি মানুষ। সূত্রের খবর, এখ নও পর্যন্ত লেবাননের ওপর সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। বেইরুট, বেকা উপত্যকা, দক্ষিণ লেবাননজুড়ে হিজবোল্লার ১০০টিরও বেশি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে তেল আভিভ। বুধবার ইরানের সঙ্গে দু'সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে তিনি এই ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, আপাতত ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দু'দেশই সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে। অন্যদিকে ইরানের তরফে জানানো হয়েছে, এই সপ্তাহে হরমুজ প্রণালীও খ ুলে দেওয়া হবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল। ৩ মার্চ থেকে হরমুজ প্রণালী বন্ধ ছিল। যুদ্ধবিরতির ঘোষণা হতেই অবশেষে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে হরমুজ প্রণালী খুলে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবারও তা বন্ধ করল ইরান। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার কারণেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছিল। যার জেরে ভারতে একধাক্কায় বাণিজ্যিক ও গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছিল। হরমুজ প্রণালী খুলে যেতেই পারে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম একধাক্কায় নামল। বুধবার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম ১০০ মার্কিন ডলারের নীচে নেমে গেছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তে কেউটে, কুমির ছাড়বে বিএসএফ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনৈতিক কোলাহল প্রায়শই হয়। নির্বাচনের পূর্বে এই ইস্যু নেই শোরগোল আরও তীব্র হয়। শাসক-বিরোধী তরজা এই নিয়ে লেগেই আছে। দুই বাংলার মধ্যে বিস্তৃত সীমান্তের অনেকটা অংশে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। এই বিপুল এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর আন্তর্জাতিক সীমান্তে সাপ ও কুমিরের মতো সরীসৃপ মোতায়েন করতে পারে বিএসএফ। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে জন্য বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা জুড়ে সরীসৃপ মোতায়েন করা সম্ভব কিনা তা বিএসএফকে যাচাই করে দেখতে বলেছে কেন্দ্র। এখন পর্যন্ত এই ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের বিষয়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য হিন্দুর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, বিএসএফের সূত্র অনুযায়ী অনুপ্রবেশ ও অপরাধ দমনের জন্য বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে সাপ ও কুমিরের মতো সরীসৃপ মোতায়েনের সম্ভাবনা যাচাই করতে বিএসএফ ফিল্ড ইউনিটগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ২৬ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের একটি নির্দেশিকায় এই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। দ্য হিন্দুর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এতে বলা হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ নদীখাতের সরীসৃপ (যেমন সাপ বা কুমির) মোতায়েনের সম্ভাবনাকে কর্মপরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্বেষণ ও পরীক্ষা করুন। বিএসএফ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। পূর্ব বাংলাদেশ সীমান্তের বেশিরভাগ অংশেই ঘন ঘন বন্যা হয় এবং সেখানকার ভূখণ্ড বেড়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৭ মার্চের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৪,০৯৬.৭ কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে ৩,৩২৬.১৪ কিলোমিটারে বেড়া দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দ্য হিন্দুর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ২, ৯৫৪.৫৬ কিলোমিটারে বেড়া দেওয়া হয়েছে, ফলে অনুমোদিত প্রায় ৩৭১ কিলোমিটার অংশে কোনও বেড়া নেই।সুবিশাল সুন্দরবন বদ্বীপ এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিস্তৃতির কারণে পূর্ব সীমান্তের বিন্যাস ও ভূখণ্ড বিশেষভাবে প্রতিকূল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পাহাড়, নদী ও উপত্যকা-সহ প্রতিকূল ভূখণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, বিএসএফ অবৈধ সীমান্ত পারাপার এবং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ রোধ করতে দিনরাত সতর্ক নজরদারি রেখেছে।এর পাশাপাশি আরও দু'টি বিষয়ে নজর দিতে বলা হয়েছে বিএসএফকে।

প্রথমত, ভারত,বাংলাদেশ সীমান্তের কোন কোন বর্ডার আউটপোস্ট 'ডার্ক জোন',এ পড়ছে, তা খুঁজে বার করতে হবে। এই সব এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক অত্যন্ত দুর্বল, যা উন্নত করা হবে। দ্বিতীয়ত, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের হয়েছে, সেগুলির নিষ্পত্তি করতে হবে।

বল্টুতে আটকে গেল অণ্ডকোষ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দমকল ও উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের কাজ কি কেবল আগুন নেভানো বা কোনও রোমহর্ষক অভিযানে মানুষের প্রাণ বাঁচানো? উত্তরটা যে 'না', তা প্রমাণ করল কেরলের কানহানগড় জেলা হাসপাতালের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। গত ২৫শে মার্চ রাতে হাসপাতালের চিকিৎসকরা যখন এক ৪৬ বছর বয়সী ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে গিয়ে এক অদ্ভুত সমস্যার মুখে পড়েন, তখন তাঁরা শেষমেশ দমকল বাহিনীর সাহায্য নিতে বাধ্য হন। ওই ব্যক্তির গোপনাঙ্গে একটি লোহার ওয়াশার আটকে গিয়েছিল, যা বের করা চিকিৎসকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি যখন হাসপাতালে পৌঁছান, তখন তাঁর অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। টানা তিন দিন ধরে ওই লোহার ওয়াশারটি সেখানে আটকে থাকায় তাঁর গোপনাঙ্গে মারাত্মক ফোলাভাব দেখা দিয়েছিল এবং প্রস্রাব করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কানহানগড় ফায়ার স্টেশনের অফিসার পি ভি পবিত্রন জানিয়েছেন যে, রাত ১০টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ফোন পেয়ে তাঁরা দ্রুত সেখানে পৌঁছান। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক ছিল যে, ওই লোহার ওয়াশারটি অত্যন্ত শক্তভাবে তাঁর গোপনাঙ্গের চারদিকে চেপে বসেছিল।চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রোগীকে অচেতন করার পর দমকলের পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অস্ত্রোপচার চালায়। আঙুলে আটকে যাওয়া আংটি কাটার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্র 'রিং কাটার' দিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ওই লোহার ওয়াশারটি কেটে ফেলা হয়। উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা নিশ্চিত করেন যে, কাটার সময় রোগীর শরীরের কোনও অংশে যেন বিন্দুমাত্র চোট না লাগে।

এই বিচিত্র এবং বেদনাদায়ক পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ওই ব্যক্তি দাবি করেছেন যে, তিনি যখন মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন, তখন কেউ একজন দুষ্টুমি করে ওই ওয়াশারটি তাঁর গোপনাঙ্গে পরিয়ে দিয়েছিল। দমকল বাহিনীর কর্মকর্তাদের মতে, এটি ছিল একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং অপারেশন, যেখানে চিকিৎসাবিদ্যা এবং কারিগরি দক্ষতার এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা গেছে। বর্তমানে ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত এবং তিনি বড় ধরণের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 09-04-2026 15:32 Page 4

মোবাইল বচসা থেকে খুন, গ্রেপ্তার বন্ধু

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ খাস কলকাতা-র তপসিয়া এলাকায় মোবাইল ফোন নিয়ে বচসার জেরে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত 'বন্ধু'কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম তারকনাথ সামন্ত। তিনি বর্ধমান-এর বাসিন্দা এবং তপসিয়া সাউথ রোডের একটি দোকানে কাজ করতেন। একই এলাকায় অন্য একটি দোকানে কর্মরত ছিলেন অভিযুক্ত তৌফিক আনসারি।

মঙ্গলবার গভীর রাতে কোনও এক কারণে মোবাইল ফোনকে কেন্দ্র করে দুই যুবকের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। প্রথমে কথাকাটাকাটি হলেও পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়।অভিযোগ, বচসার এক পর্যায়ে তৌফিক আনসারি তারকনাথকে এলোপাথাড়ি মারধর করতে থাকে। একাধিক আঘাতে গুরুতর জখম হন তিনি এবং রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মারধরের পরও অভিযুক্ত তাঁকে পদাঘাত করতে থাকে, যার জেরে ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন তারকনাথ।স্থানীয় একটি বহুতলের নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তপসিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।এরপর অভিযান চালিয়ে বেনিয়াপুকুর এলাকা থেকে বুধবার তৌফিক আনসারিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ
আবু হাসেম খান চৌধুরী

নয়া জামানা ঃ প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী। বুধবার রাত ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ এলগিন রোডের একটি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন এই বর্ষীয়ান নেতা। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন।তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার গভীর শোক প্রকাশ করে জানান, মালদহ জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও সাংসদ হিসেবে আবু হাসেম খান চৌধুরীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান প্রাক্তন জননেতা এ. বি. এ. গনি খান চৌধুরী-র উত্তরাধিকার বহন করেছে। তাঁর মৃত্যু কংগ্রেসের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।এছাড়াও শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ডালুদার মৃত্যুতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শোকাহত এবং এক ঘনিষ্ঠ মানুষকে হারালেন। বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী-ও তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মরদেহ মালদহে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।উল্লেখ্য, আবু হাসেম খান চৌধুরী, যিনি 'ডালু' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গনি খ ান চৌধুরীর ভাই। ১৯৩৮ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কালিয়াচক বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তিনি। ২০০৬ সালে গনি খান চৌধুরীর মৃত্যুর পর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জিতে প্রথমবার সাংসদ হন। পরে ২০০৯ সালে মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্র থেকেও জয়লাভ করেন। তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বর্তমানে বহন করছেন তাঁর পুত্র ইশা খান চৌধুরী।

জেলার নামই জানেন না, বিজেপিকে
তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল নেতার

বাবলু রহমান, নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতিন নবীন-এর সাম্প্রতিক আলিপুরদুয়ার সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। গতকাল তিনি আলিপুরদুয়ারে একটি জনসভায় যোগ দিতে এসে বক্তব্য রাখেন। জানা গেছে, তিনি আলিপুরদুয়ার শহরের এক সভা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেন, যেখানে স্থানীয় প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়।এই ঘটনার পরই তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। এক ভিডিও বার্তায় তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপির শীর্ষ নেতা আলিপুরদুয়ারের নামই সঠিকভাবে জানেন না, যা জেলার মানুষের জন্য অপমানজনক।তিনি বলেন, যিনি একটি জেলার নামই জানেন না, তিনি কীভাবে বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বুঝবেন? অথচ এরা দাবি করছে বাংলা দখল করবে। পাশাপাশি তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আলিপুরদুয়ারের নাম পরিবর্তনের আশঙ্কাও রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই মন্তব্যের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত।প্রকাশ চিক বড়াইক আরও বলেন, বিজেপি নেতারা পরিযায়ী পাখির মতো ভোটের সময় রাজ্যে আসেন এবং পরে তাদের আর দেখা যায় না। এর বিপরীতে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন।তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করেন। জানান, একসময় এটি সাব-ডিভিশন ছিল, পরে ২০১৪ সালের পর এটিকে জেলা হিসেবে গঠন করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জেলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয়কে সম্মান করার আহ্বান জানান তিনি।আগামী ২৩শে এপ্রিল ২০২৬-এ আলিপুরদুয়ারে ভোটগ্রহণ রয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার যথাযথ জবাব ভোটের মাধ্যমেই দেবে জেলার মানুষ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মোদির সভা ঘিরে জনউচ্ছ্বাস, সময়ের
আগেই ভরে গেল পোলো গ্রাউন্ড

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বৃহস্পতিবার আসানসোল-এর ঐতিহাসিক পোলো গ্রাউন্ড-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র জনসভাকে ঘিরে সকাল থেকেই ব্যাপক জনসমাগম দেখা যায়। নির্ধারিত সময় দুপুর দেড়টা হলেও প্রায় তিন ঘণ্টা আগেই সভাস্থল বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মোদিকে এক নজর দেখা ও তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।সভা শুরুর আগেই মিডিয়ার জন্য নির্দিষ্ট আসন দখল হয়ে যাওয়ায় সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরে বিজেপি নেতাদের হস্তক্ষেপে সেই আসনগুলি খালি করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মী-সমর্থকদের বহনকারী মিনিবাসগুলিকে তৃণমূল বাধা দিয়েছে, যদিও এই অভিযোগ নিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া মেলেনি।এদিন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর তিনটি সভার সূচি রয়েছে; হলদিয়া, আসানসোল ও বীরভূম। প্রথমে হলদিয়ায় সভা শেষে আসানসোলে এসে জনসভা করেন তিনি এবং এরপর বীরভূমে যাওয়ার কথা রয়েছে। নিরাপত্তার কারণে পোলো গ্রাউন্ডের পরিবর্তে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে আসানসোল লোকো স্টেডিয়াম-এ হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। সেখান থেকে সড়কপথে সভাস্থলে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর যাত্রাপথজুড়ে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয় এবং সভার প্রায় দু'ঘণ্টা আগে থেকেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।এই সভায় আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক বিধানসভা ছাড়াও দুর্গাপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ যোগ দেন। সকাল থেকেই স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পোলো গ্রাউন্ড। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে এই মাঠ থেকেই মোদির শেষ রাজনৈতিক সভা হয়েছিল, যা এখনও অনেকের স্মৃতিতে রয়েছে।শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে শিল্পোন্নয়ন নিয়ে কী বার্তা উঠে আসে, তা জানতে আগ্রহী স্থানীয় মানুষজন।

বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা,
থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে প্রার্থী

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ লোকসভা নির্বাচনের মুখে উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়িতে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে।

মাগুরমারি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধূপগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি প্রার্থী নরেশ চন্দ্র রায় এবং তাঁর সমর্থকরা। অভিযোগ, এলাকায় দলীয় কর্মসূচি চলাকালীন কিছু দুষ্কৃতী আচমকাই বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকজন কর্মী আহত হন বলে দাবি। ঘটনার খ বর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছন নরেশ চন্দ্র রায়।

এরপরই তিনি ক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ধূপগুড়ি থানার সামনে এসে প্রতিবাদে বসেন এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলেন। বিক্ষোভ চলাকালীন থানার আইসি বাইরে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এই আশ্বাসে ক্ষোভ কমেনি আন্দোলনকারীদের। নরেশ চন্দ্র রায় সরাসরি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। এই ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখ তে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য, দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

নির্বাচনের আগে এই ঘটনা ঘিরে ধূপগুড়ির রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে।

এসআইআর ট্রাইবুনালের
লাইনে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের !

নয়া জামানা, নদিয়া ঃ রানাঘাটে এসআইআর ট্রাইবুনালের লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল ৬৮ বছরের এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি নদিয়ার হাঁসখালি থানার বগুলা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় সমস্যার সমাধান করতে তিনি ট্রাইবুনালে এসেছিলেন।বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ট্রেনে করে রানাঘাটে মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছন জীবনকৃষ্ণবাবু। পরিবারের দাবি, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় হঠাৎই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে থাকা আত্মীয়রা দ্রুত তাঁকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।পরিবারের অভিযোগ, মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। মৃতের মেয়ে চম্পা বিশ্বাস জানান, পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম ভোটার তালিকায় থাকলেও তাঁর বাবা এবং এক বোনের নাম বাদ পড়েছিল। সেই কারণেই সমস্যার সমাধান করতে ট্রাইবুনালে আসতে হয়েছিল তাঁদের।জানা গিয়েছে, জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাসের পরিবারে চার কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে। সন্তানরা কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। যদিও বিবাহিত কন্যারাই মূলত বাবার দেখাশোনা করতেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাঁদের দাবি, এমন পরিস্থিতি বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 09-04-2026 15:32 Page 5

বাঙালির চৈত্র সেল

অনলাইনের যুগেও অমলিন ফুটপাথ

সকাল সকাল সরগরম ফুটপাথ, তবে এমন ডাকে চমকাচ্ছেন না কেউ! কাঁধে বিগশপার ঝুলিয়ে সকলেই ব্যস্ত নিজের নিজের নিশানায়। নিশানাই বটে! গামছা, তোয়ালে, বালিশের কভার দিয়ে শুরু আর শেষ শাড়ির অনন্ত সমুদ্রে। এ ছবি চৈত্র মাসের মঙ্গলা হাটের। ১০০ টাকায় চারটে হাফ প্যান্ট, ২০০ টাকায় দুটো ফুল প্যান্ট। ফি মঙ্গলবার হাট বসে। সোমবার রাত থেকেই শুরু হয়ে যায় পাইকারি বাজারের বেচাকেনা, মঙ্গলবার ভোর থেকে সাধারণ ক্রেতাদের আনাগোনা। সারাবছর একই নিয়ম। তবে এই ছবি খানিকটা বদলে যায় চৈত্র আর আশ্বিন মাস এলে।

এখন মেট্রোপথ চালু হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা ক্রেতার ভিড় বেড়েছে। ভোরের হাওয়া মেখে চৈত্রের কেনাকাটার মহাযজ্ঞ চলে। অনেকেই এই সময় সারা বছরের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কেনাকাটা করে নেন। হাওড়ার বেলগাছিয়া থেকে এসেছেন অনুরাধা মণ্ডল। বয়স ষাটের কোঠায়। দিব্যি হাটের ভিড় ঠেলে চলতে পারেন। দরদামে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। হাঁটুর ব্যথা কাহিল করলেও ভালোবাসেন সেলের বাজার। কেন ভালো লাগে ভিড় ঠেলে দরদাম? এক গাল হেসে তাঁর উত্তর, এ যে বড়ো নেশা! দরাদরি করে দোকানিকে হার মানালে মনে হয় ফুটবল মাঠে গোল দিলাম! তাঁর সঙ্গিনী প্রৌঢ়া মিনতি মান্নার কথায়, তছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছি বছরে দুবার কেনাকাটা হত। আশ্বিন আর চৈত্রে। বড়ো সংসারে মাথা অনেক, নাহলে সামাল দেওয়া যেত না। এখনও তাই না এসে থাকতে পারি না।দ এক সময় দুই বন্ধুতে হাতিবাগান-শ্যামবাজার-গড়িয়াহাটের চৈত্র সেলের বাজারেও ঢুঁ মারতেন। এখন শরীরে কুলায় না তাই ঘরের কাছের হাওড়া ময়দানই বিকল্প। পুজোর কেনাকাটাও শুরু করে দিয়েছেন ওঁরা। দুপুরের ভাতঘুম কুরবান করে চৈত্রের রোদ গায়ে মেখে বেরিয়ে পড়া। তাপমাত্রা ৩৫ হোক বা ৩৭ তাতে কী! গন্তব্য গড়িয়াহাট! বাসন্তী দেবী কলেজের ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে চোখে ঝিলমিল লেগে যায় গৃহিনীর।

জামদানি নয়, বালুচরি নয়, চোখ খোঁজে শুধু মনের মতো ছাপা শাড়ি।বাংলা বছরের শেষ মানে মহাছাড়। দুর্গাপুজো আর পয়লা বৈশাখ বাঙালির নতুন জামা পরার পরব। মূলত পয়লা বৈশাখের কারণেই চৈত্রের কেনাকাটার হিড়িক লাগে। নগদ দামে বড়ো ছাড় পাওয়া যায়, এছাড়াও থাকে নানারকম অফার। বড়ো দোকানের ক্ষেত্রে চৈত্র সেল মূলত স্টক ক্লিয়ারেন্স। হালখাতার প্রাক্কালে পুরোনো স্টক খালি করে বছরের হিসাব মেটানো। এই সব স্টোরের সামনেও অনেকসময় স্টকের পণ্য বিশেষ ছাড়ে ফুটপাথে বিক্রি করা হয়। মলের সামনেও ৫০ শতাংশ ছাড়ের হ্যাঙ্গার ঝোলে। ভিড় ঠেলে যারা ভিতরে ঢুকতে চান না, তাঁরা অনেকেই এখান থেকে কিনে নেন। তবে সবই যে পুরোনো স্টক এমন নয়। বহু ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ী নতুন স্টক তোলেন। অনলাইনের দৌলতে ৫০-৬০ শতাংশ ছাড় ক্রেতাদের মনে আলাদা চমক না জাগালেও পুরোনো হয়নি সস্তায় কেনাকাটার আকর্ষণ। এখানেও ফুটপাথের টান অপ্রতিরোধ্য। বাটিকের কাফতান, কলমকারীর প্লাজো, খেসের র‍্যাপ এ রাউন্ড এ সবও চোখ টানছে। ব্লক প্রিন্টের স্লিভলেস কুর্তা, মানানসই ঝুমকো, ব্যাগ, রানার, বেডশিট, কুশন কভার, পাপোষ থেকে সেরামিকসের বাটি, স্টিলের চামচ- বাড়তেই থাকে লিস্টটা। গরমে ফ্রিজে রাখার জন্য বাড়তি জলের বোতল এমনকী কাপড় শুকোতে দেওয়ার দড়ি আর ক্লিপগুলোও যেন এখনই কিনে ফেলতে হবে। দরদামের শেষ নেই!

মধ্যবিত্তের সংসার সেজে ওঠে নতুন বছরের সাজে। হয়তো নগণ্যই, তবুও যেন মায়া লেগে থাকে। গ্রীষ্মের দুপুরে হঠাৎ আসা অতিথিকে এগিয়ে দেওয়া বাতাসা জলের মতো। (বাঙালির চৈত্র সেল)ঘরে বসে অনলাইনে শপিং আর আধঘণ্টায় ডেলিভারির সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই জায়গাতেই চৈত্র সেলের বাজার এক আরাম। ব্যাপারটা কেমন? কালীঘাটের বাসিন্দা এক গৃহবধূর কথায়, নতুন জিনিস নেড়েচেড়ে বেছে দেখে কেনার একটা আনন্দ আছে, এমন কেনাকাটির গল্পগুলো অনেক বেশি আপন হয়। বাড়ি ফিরে বলতে ভালো লাগে।

মনে হয় নিজের চেনা ঘর, ঘরের মানুষদের নতুন করে ভালোবাসছি।দ কেনাকাটার ফাঁকে মহানন্দে লেবুজল, শরবতের দিকে চোখ চলে যায়। মন কেড়ে নেয় পেয়ারা মাখা, কুলফি। জীবন যেন নতুন করে স্বাদ ফিরে পায়, ঘেমে নেয়ে সে এক তুরিয়ো আনন্দ!হাতে হাতে স্মার্ট ফোন, অনলাইন ব্যাঙ্কিং বদলে দিয়েছে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রিক চরিত্রটাই। আবার এখন অনলাইনেও চলে চৈত্র সেলের উৎসব। কিন্তু সেখানে বৈশাখী গরমে বাড়ির খুকুমনির নরম ছিটের ফ্রক কি পাওয়া যায় কিংবা ছোট্ট সোনার ফতুয়া? মনে হয় না।মন্দারদেবীর মতো বহুমুখের ভিড় থাকা সত্ত্বেও চৈত্র সেলের সেই রমরমা দিনে ভাটা পড়েছে। উত্তরের হাতিবাগান আর দক্ষিণের গড়িয়াহাট দুই বাজারকেই ধাক্কা দিয়েছিল করোনা। তার ওপর নতুন নতুন শপিং মল আর অনলাইনের দাপটে চৈত্রের ভিড় আজ অনেকটাই ফিকে। হাতিবাগানের এক ব্যবসায়ীর কথায় (নাম পরিবর্তিত), পাঁচ বছর আগের ছবির সঙ্গে আজকের চৈতি বাজারের ছবিটা মেলাতেই পারি না। এমনকী মফস্সলেও বাড়ছে অনলাইন শপিং-এর প্রবণতা। অনলাইন স্টোরের কেনাকাটায় সারাবছর ধরে চলতে থাকে ডিসকাউন্ট আর অফারের ধুম। সামার, মনসুন, স্প্রিং ছাড়াও ফেস্টিভ সেল-প্রতি মাসে এন্ড অফ সিজন, প্রতিদিনের ফ্ল্যাশ সেল। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস আর ব্ল্যাক ফ্রাইডে তো আছেই। হাতে হাতে স্মার্ট ফোন, অনলাইন ব্যাঙ্কিং বদলে দিয়েছে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রিক চরিত্রটাই। আবার এখন অনলাইনেও চলে চৈত্র সেলের উৎসব। কিন্তু সেখানে বৈশাখী গরমে বাড়ির খুকুমনির নরম ছিটের ফ্রক কি পাওয়া যায় কিংবা ছোট্ট সোনার ফতুয়া? মনে হয় না।টেকস্যাভি জনতার বাইরেও আছে এক বৃহৎ গোষ্ঠী, যাঁরা স্মার্টফোনে সড়গড় নন, অনেকের কাছে আজও স্মার্টফোন অধরা, অনলাইন কেনাকাটায় চৌকস নন বা ভরসা নেই-তেমন মানুষও আছেন, তাঁদের কিন্তু অফলাইনই একমাত্র অবলম্বন। তাই বাঙালির চৈত্র সেলের গল্প কখনও 'ব্যাকডেটেড' হয় না। এ বছর চৈত্র শেষের আগে থেকেই ভোগাচ্ছে কালবৈশাখী, তার ওপর বেজেছে ভোটের বাদ্যি। তাই চৈত্র সেলের উৎসব কেমন জমবে সে নিয়ে চিন্তায় বাজার। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।